

মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান
(৯ম বর্ষ)

মুখবন্ধ



আজ আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব হালিমকে তাঁর ৭৯তম জন্মদিবসে। শোষিত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাঁর আজীবন সংগ্রাম আমাদের সমাজসেবার পথকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। তাঁর সেই প্রগতিশীল আদর্শ ও স্মৃতিকে অল্মান রাখতেই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আয়োজিত

হয়েছে বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা (নবম বর্ষ)।

এবারের স্মারক বক্তৃতার মূল বিষয় অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং মৌলিক একটি সামাজিক অধিকার - “মহিলাদের জমির অধিকার”। সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভূমির ওপর নারীদের আইনি ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। এই পুস্তিকায় সংকলিত স্মারক বক্তৃতায় সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিই অত্যন্ত সাবলীল ও গভীরভাবে তুলে ধরেছেন দেশের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতী স্বাতী ভট্টাচার্য। এবারের বক্তৃতার শীর্ষক “চাষি-বউ থেকে মেয়ে-চাষি: জমি-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মেয়েদের সংগ্রাম।” আমরা নিশ্চিত যে এই মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলবে এবং মহিলা কৃষকদের জমি অধিকারের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডিতে আটকে থাকেনি, বরং শুরু থেকেই মাঠপর্যায়ের প্রকৃত সমাজ-পরিবর্তনকারীদের সম্মানিত করেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীরব অথচ অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর দুইজন বিশিষ্ট নারী ও একজন পুরুষ সমাজসেবীকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। মানবতা ও সামাজিক ন্যায়

প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে লিঙ্গভেদের উর্ধ্বে উঠে তাঁদের প্রচেষ্টা আসলে সেই বৈষম্যহীন সমাজেরই বাস্তব রূপ - যার স্বপ্ন আজীবন দেখতেন এবং দেখাতেন বিপ্লব হালিম।

এই পুস্তিকাটি কেবল একটি বক্তৃতার অনুলিপি নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতার স্বপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আশা করি, শ্রদ্ধেয় বিপ্লব হালিমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সংকলনটি পাঠক ও সমাজকর্মীদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে।

আজ দীর্ঘ ৯টি বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই স্মারক বক্তৃতাটি সার্থক করে তোলার পিছনে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন এবং 'ইমসে' (IMSE)-র সকল সহকর্মী ও সদস্যদের। আর এই বছরের অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মূল্যবান স্মারক বক্তৃতাটি দেওয়ার জন্য স্বাতি ভট্টাচার্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

উজ্জয়িনী-হালিম

(উজ্জয়িনী হালিম)

নিবাহী পরিচালক, ইমসে

অমিয়া মুখার্জী (দত্ত) : এক নিবেদিত প্রাণ সংস্কৃতি কর্মী ও সমাজসেবী



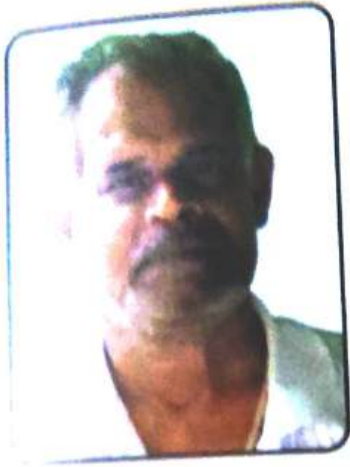
“ মধুর চেয়ে আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।”

লাভপুর থানার অন্তর্গত বিপ্রটিকুরী গ্রামের এক ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন শ্রীমতী অমিয়া মুখার্জী (দত্ত)। শৈশব থেকেই সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এবং সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তরালে সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে তিনি গীতিনাট্য পরিচালনার কাজ শুরু করেন, যা সমাজের বিদগ্ধ মহলে বিপুল প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব হালিম এবং তাঁর সহধর্মিণীর সান্নিধ্য তাঁর জীবনকে এক নতুন দিশা দেখায়। তাঁদের মাধ্যমেই তিনি ‘ইমসে’ (IMSE) সংগঠনের সাথে পরিচিত হন। এই সূত্রে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বহু গুণী ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের সংস্পর্শে আসেন এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে মন্ত্র তিনি মনে ধারণ করেছেন, তা আজীবন জপে যেতে চান। মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থেকে নিরলসভাবে সেবা করে যাওয়াই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এমন একজন প্রচারবিমুখ, নিষ্ঠাবান সংস্কৃতি কর্মী ও সমাজসেবীকে সম্মান জানাতে পেরে ‘ইমসে’ পরিবার আন্তরিকভাবে আনন্দিত ও গর্বিত।

মুকুল মুখার্জী :

‘ইমসে’র এক নিবেদিত প্রাণ ও নিরলস কর্মী



বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামের কৃতি সন্তান, অদম্য সমাজচেতনা ও নিঃস্বার্থ সেবারতের এক উজ্জ্বল প্রতীক শ্রদ্ধেয় শ্রী মুকুল মুখার্জী। ১৯৮৪ সালে বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় বিপ্লব হালিম প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ‘ইমসে’ (IMSE)-তে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠাতার মানবিক আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়ে দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে একনিষ্ঠ ও অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে তিনি এই সেবারতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। লাভপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সংগঠিত করা, আধুনিক চাষবাসে উৎসাহিত করা, সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সমবায় গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। সেই সঙ্গে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষজ্ঞ দলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। ‘ইমসে ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানী’ (FPC)-র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান কেনার সরকারি কর্মসূচিকে সফল করতে তাঁর মাঠপর্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দায়িত্বশীল অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের তদারকি এবং সরকারি বিভাগগুলোর সাথে সফল সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে চলেছেন। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সদস্যদের সফল প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং ‘ইমসে’-র গ্রাম প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক দেখভালসহ অতিথিদের আন্তরিক আপ্যায়নের দায়িত্বও তিনি পরম নিষ্ঠায় সামলান।

সমাজসেবী বিপ্লব হালিমের হাত ধরে শুরু হওয়া ‘ইমসে’-র যে মানবিক কর্মযজ্ঞ আজ মাননীয়া ড. উজ্জয়িনী হালিমের সুযোগ্য নেতৃত্বে

এগিয়ে চলেছে, মুকুল মুখার্জী তার এক অবিচ্ছেদ্য চালিকাশক্তি। প্রচারের আলো থেকে দূরে, মাটির কাছাকাছি স্তরে থেকে নিরলস সেবা করে যাওয়া এই প্রচারবিমুখ ও আদর্শবাদী কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে পেরে 'ইমসে' পরিবার আজ অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

সাজিদা পারভিন : বাল্যবিবাহের অন্ধকার জয় করা এক লড়াকু জীবন



কোচবিহারের দক্ষিণ বালাসি গ্রামের গর্ব, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও লড়াকু মানসিকতার এক অনন্য প্রতীক শ্রীমতী সাজিদা পারভিন। ২০০১ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় অমতে হওয়া অকাল বিয়েও তাঁর স্বপ্নকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সংসার, সন্তান ও পারিবারিক শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদম্য জেদ বুকে নিয়ে ২০০৯

সালে তিনি পুনরায় পড়াশোনা শুরু করেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন - যা নারী সমাজের কাছে এক পরম অনুপ্রেরণা। ২০১০ সালে 'গীতালদহ বিকাশ সমিতি' আয়োজিত 'প্রমীলা বাহিনী'র একটি সচেতনতা সভায় যোগদান তাঁর জীবনকে এক নতুন সমাজকল্যাণমূলক দিশা দেখায়। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দীক্ষা নিয়ে তিনি সংকল্প করেন - আর কোনো কন্যাসন্তানের শৈশব যেন বাল্যবিবাহের গ্রাসে হারিয়ে না যায়। পারিবারিক ও সামাজিক নানা বাধা উপেক্ষা করেই তিনি প্রমীলা বাহিনীর প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে নারী অধিকার, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী ক্ষমতায়নের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর এই নিরলস কর্মনিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সালে তিনি প্রমীলা বাহিনীর জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং আজ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামলাচ্ছেন। ২০১৯ সালে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে একটি 'মহিলা Farmers Producer Company' গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন এবং ৪৫৫ জন গ্রামীণ নারীকে কৃষিকাজের মূলধারায় যুক্ত করে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই অনন্য অবদানের জন্য ২০২১ সালের ৯ই

ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
এর পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করায় ৭ই এপ্রিল ২০২৩
তারিখে কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ মহিলা কৃষক' সম্মানে
ভূষিত করে।

আজ সাজিদা পারভিনের লক্ষ্য প্রমীলা বাহিনীর এক মানবিক
আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত করা। সমস্ত বাধা জয় করে আজ
তিনি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই গৌরবময় ও
সংগ্রামী জীবনকে কুর্নিশ জানিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।
